বটের

"পৃথিবীতে যদি স্বর্গ কোথাও থাকে তবে সে এখানে, এখানে, এখানে ---- " মধুলিকা সান্যাল স্বর্ণলতার মত দুই বাহু সামনে মেলে দিয়ে বাতাসে অদৃশ্য পারিজাতের আঘ্রাণ নিতে নিতে বললো।

ম্যাস্কারার ছায়া ঘেরা দু'টি চোখে স্বপ্নের আবেশ।

ব্যানার্জী মুগ্ধচোখে ওর দিকে চেয়ে ঝাপসা গলায় প্রতিধ্বনি তুললো, "সত্যি, দিল্লীর এত কাছে এরকম একটা জায়গা - যেন কল্পনা করা যায় না !"

সান্যাল ঠোঁট থেকে চুরুট সরিয়ে বললো, "দিল্লীর আশেপাশে এরকম আরও ডজনখানেক স্বর্গ ছড়ানো রয়েছে। হাতে সময় আর মনে উৎসাহ নিয়ে গিয়ে পৌঁছনোর অপেক্ষা শুধু।"

ব্যানার্জী মৃদু আপত্তির সুরে বললো, "কিন্তু এমন ফাঁকা unspoilt জায়গা পাবেন না। সর্বত্র টুরিস্টদের ভিড়।"

মধুলিকা শিউরে উঠে বলে, "গশ্, সেবার শ্রীনগর গিয়ে মনে নেই? মনে হচ্ছিল যেন পুরো ডিফেন্স কলোনিটাই আমাদের সঙ্গে এসেছে। দ্য সেম্ ওল্ড ক্রাউড্ ---।"

"বারে, তোমরা একা একাই স্বর্গ উপভোগ করবে, অন্যদের বুঝি সেখানে যেতে ইচ্ছে করে না? ---- বলুন মিসেস ব্যানার্জী আপনার কি রকম লাগছে?"

সান্ত্বনা এতক্ষণ অপলকে স্বামীর মুখের পানে চেয়েছিল দু'চোখে ক্ষীণ বিস্ময় নিয়ে। সান্যালের প্রশ্নে সুপ্তোত্থিতের মত তাকালো।

ব্যানার্জী মধুলিকার মুখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে স্ত্রীকে লক্ষ্য করে তীক্ষ্ণ সুরে বললো, "উনি তোমায় কি জিজ্ঞেস করলেন শুনতে পাওনি?"

সান্ত্বনা ঘাড় হেলালো।

"তা হলে জবাব না দিয়ে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছ কেন হাবার মত? বল এখানে কেমন লাগছে।"

সান্ত্বনা অপরাধী কন্ঠে বললো, "এখানে আমার খুব ভালো লাগছে ----।"

"আচ্ছা হয়েছে, এবার একটু রান্নাবান্নার জোগাড় দেখো এখানে বসে না থেকে ----।"

"না না, আপনাকে যেতে হবে না। ওই তো খানসামা রয়েছে, ও-ই যা পারে করুক।"

সান্ত্বনা স্বামীর চোখের দিকে তাকালো। তারপর চোখ নামিয়ে উঠে দাঁড়ালো। যন্ত্রচালিতের মত রান্নাঘরের দিকে চলে গেল ও।

মধুলিকা সহানুভূতির সুরে বললো, "ওঁর শরীরটা বোধহয় ভাল নেই। একটু বিশ্রাম করতে বলুন বরং ----।"

ব্যানার্জী স্ত্রীর গমনপথের দিকে বিরক্তি ভরা কটাক্ষ করলো।

তারপর চোখেমুখে খানিক আগের স্নিগ্ধতা ফিরিয়ে এনে ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, "শরীর ভালো আছে। রোগ শরীরে নয়, মনে।"

"কত দিন থেকে এরকম হয়েছে?"

"আমার তো মনে হয় বরাবরই ছিল। চাপা ছিল এত দিন। বছর খানেক থেকে বাড়াবাড়ি হয়েছে। কোন কাজে মন নেই, কথা কয় না। চুপচাপ ভোম্ মেরে থাকে। কি যে ভাবে কে জানে। সিনেমা-থিয়েটার-আড্ডা কিছুতেই উৎসাহ নেই।"

"আগে ছিল?"

"ওসবে অবশ্য কোনকালেই উৎসাহ ছিল না ওর। ঘরসংসার নিয়েই থাকতো। রান্নাবান্না, সেলাই, ঘরদোর গোছানো এই সব নিয়েই দিন কাটাতো।"

মধুলিকা ছোটমেয়ের মত মাথায় ঝাঁকানি দিয়ে বব্ করা চুলে ঢেউ তুলে বললো, "আমার তো মনে হয় সংসারের কাজ অত ভাল লাগাটাই অসুস্থতার লক্ষণ। অ্যাট্ লিস্ট্ আমার তো মাথা খারাপ হয়ে যাবে সারাদিন যদি ওই নিয়ে থাকতে হয় ----।"

তারপর স্বামীকে পোর্টফোলিও ব্যাগ খুলে ফাইল বার করতে দেখে অভিমানী কন্ঠে বললো, "ব্যস্, কাজ শুরু হয়ে গেল ওমনি। একটা

উইক্ এন্ড না হয় ছুটিই নিলে ----।"

খানসামার পিছন পিছন সান্ত্বনা ঘরে ঢুকলো। দু'জনের হাতে ট্রে, তাতে চা ও জলখাবার। সবাই চা ও খাবারের প্লেট তুলে নিলো। সান্ত্বনা একপাশে বসে নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করলো।

ব্যানার্জী বললো, "কথা বলছো না কেন?"

"কি কথা বলবো?"

"চা তৈরী করে আনলে, জিজ্ঞেস করতে পারতে চায়ে আর চিনি লাগবে কি না?"

সান্ত্বনা ওদের দিকে চেয়ে তোতাপাখীর মত পুনরুক্তি করলো, "চায়ে আর চিনি লাগবে?"

চা খাওয়া শেষ করে সকলেই ইতিমধ্যে কাপ নামিয়ে রেখেছে।

ব্যানার্জী দাঁতে দাঁত চেপে অস্ফুটস্বরে বললো, "ইডিয়ট্।"

সান্যাল ফাইলের উপর ঝুঁকে পড়লো। মধুলিকা হাত দিয়ে কপাল থেকে চুলের গুচ্ছ সরাতে সরাতে প্রশ্ন করলো, "ব্যানার্জী সাহেব, আপনার পাখী শিকারের প্রোগ্রামের কি হল?"

ব্যানার্জী স্মিত মুখে বললো, "পাখী শিকার নয়, পাখী ধরা। সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। গতবার দেখে গেছি। কেয়ারটেকারকে বলে রেখেছি, আজ রাতে ব্যবস্থা করেছে। ভাগ্যক্রমে চাঁদনি রাত পড়েছে আজও।"

"চাঁদনি রাত হওয়া চাই বুঝি? হাউ থ্রিলিং!"

"ইট্ রিয়েলি ইজ্ এ থ্রিলিং এক্সপিরিয়েন্স।"

রাতের রান্নাটা সান্ত্বনাই করলো। মাংস আর ফ্রায়েড রাইস। খানসামা সাহায্য করলো একটু আধটু। রান্না খুব ভাল হয়েছিল। বাইরে চাঁদের আলোয় মাঠ ঘাট ভেসে যাচ্ছে। ওরা বারান্দায় বসে খেলো। খাওয়া শেষ হলে সান্যাল ফাইলের তাড়া নিয়ে বসলো। কেয়ারটেকার দরজার কাছে এসে জানালো পাখী ধরার অভিযান প্রস্তুত।

সান্যাল অসহায়ভাবে ব্যানার্জীর দিকে চেয়ে বললো, "আমায় কিন্তু মাফ করতে হবে ভাই। এই ফাইলগুলো শেষ না করে রাখলে

সোমবার ডিরেক্টরের কাছে ঢের বেশী থ্রিলিং এক্সপিরিয়েন্স আমার জন্যে অপেক্ষা করছে ----।

মধুলিকা স্বামীর দিকে অভিমান ভরা চোখে এক মুহূর্ত দেখলো।

তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে অবাধ্য চুলের রাশি পিছনে সরিয়ে বললো, "চলুন তবে আমরাই যাই। যার যা বরাত।"

সান্ত্বনা অপলক দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চেয়ে রয়েছে।

ব্যানার্জী বিরক্তি চেপে বললো, "তোমার তো ঘড়ি ধরে ন'টায় না শুলেই সকালে শরীর খারাপ লাগবে। তুমি বরং এখনই ঘুমিয়ে পড়।"

"না না, আপনিও চলুন। রোজ রোজ তো আর নয় ! একটা নতুন জিনিস দেখা হবে। ভাল লাগবে আপনার।"

ব্যানার্জী বললো, "ওর ওসবে ইন্টারেস্ট নেই।"

মধুলিকা আবার অনুরোধ করায় সান্ত্বনা স্থির গভীর দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইলো।

তারপর গড়গড় করে বলে গেল, "ন'টায় না শুলে সকালে শরীর খারাপ লাগবে। আমার ও সবে ইন্টারেস্ট নেই" । বলেই মাথা নীচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

---- লোকটার নাম বললো ফুলন। এক হাতে কাপড়ে ঢাকা একটা খাঁচা, অন্য হাতে একটা কাপড়ের বাণ্ডিলের মত।

মধুলিকা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, "কি দিয়ে ধরবে পাখী?"

ব্যানার্জী রহস্য ভরা হাসি হাসে, "দাঁড়ান, এক্ষুনি দেখতে পাবেন।"

কাঁচা সোনা রঙের জ্যোৎস্না সারা গায়ে মেখে এগিয়ে চললো ওরা। দিনের আলোয় মনে হয়েছিল স্বর্গ, এখন মনে হয় মায়াপুরী। খানিক আগের পথ-ঘাট- মাঠ-পুকুর সব যেন মায়া কাঠির পরশে রূপ পাল্টে ফেলেছে। শুধু প্রকৃতিই নয়, মানুষও। একটা নুড়িতে হোঁচট খেয়ে মধুলিকা পড়তে গিয়ে টাল সামলালো কোনমতে। ব্যানার্জী এগিয়ে এসে ওর হাত ধরলো। ক্ষেতের মধ্যে এসে পড়েছে ওরা। দু'পাশে প্রায় কাঁধ সমান উঁচু গমের ক্ষেত, মাঝখানে সরু আল। ব্যানার্জীর হাত ধরে সন্তর্পণে এগুচ্ছে মধুলিকা। খানিক দূরে এসে লোকটা খাঁচার ঢাকা তুললো। জ্যোৎস্নার আলোয় ওরা দেখলো একটা নয়, দু'টো খাঁচা -

এবং কোনটাই খালি নয়। মধুলিকা একটা প্রশ্ন করতেই লোকটা হাত তুলে ইশারায় নিষেধ করলো।

ব্যানার্জী নিজের তর্জনী মধুলিকার ঠোঁটে ছুঁইয়ে ফিসফিসিয়ে বললো, "চুপ।"

দু'টো খাঁচায় দু'টো পাখী। স্ত্রী পাখীর খাঁচাটা মাটিতে রেখে অন্য পাখীসুদ্ধু খাঁচাটা একটু দূরে রেখে এলো লোকটা। দু'টো খাঁচার মধ্যে কাঁধ সমান ক্ষেতের পাঁচিল। খানিকক্ষণ নিশ্চুপ ----। সোনা-ধোয়া পৃথিবী যেন প্রতীক্ষা করছে কি এক অপূর্ব অঘটনের ----।

"কিঁচ কিঁচ কিঁচ", মেয়ে পাখীটার খাঁচা থেকে আওয়াজ আসছে।

একটু পরে আবার "কিঁচ কিঁচ কিঁচ ----।"

এবার অন্য দিক থেকে শুনলো "কোঁচ কোঁচ কোঁচ" পুরুষ পাখীটার প্রত্যুত্তর বুঝি।

এরই পুনরাবৃত্তি চলতে লাগলো। কিন্তু একি? প্রথমে একটা পাখীর আওয়াজ, কিন্তু দ্বিতীয় আওয়াজটা তো একটার নয়। অন্য খাঁচাটাতেও তো একটাই পাখী ছিল ! কি আশ্চর্য ব্যাপার ! মেয়ে পাখী মিহি মহিলাকন্ঠে ডাকছে কিঁচ কিঁচ কিঁচ, আর দূর থেকে বহু কন্ঠে সাড়া দিচ্ছে কোঁচ কোঁচ কোঁচ। ক্রমশ কাছে আসছে আওয়াজগুলো, এগিয়ে আসছে স্ত্রী পাখীটার দিকে। প্রথম খাঁচার কাছে গমের শিষগুলো জোরে দুলতে লাগলো। কারা যেন নড়াচড়া করছে সেখানে। ক্ষেতের ওপাশে ফুলনের মাথা দেখা গেল এবার।

ডাকলো, "আইয়ে সাহাব, আব্ দেখিয়ে ----।"

জালের মধ্যে গোটা দশেক পাখী আটকে রয়েছে, ডানা ঝাপটাচ্ছে বেরুবার জন্যে। জালের ওপাশে খাঁচার মধ্যে মেয়ে পাখীটা নিরীহ নিরাসক্ত চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছে ওদের। জ্যোৎস্নারাতের অভিসারের কি নিদারুণ পরিণতি! ফুলনের মুখে হাসি আর ধরে না।

পাখীগুলোকে একটা একটা করে জাল থেকে ছাড়িয়ে থলেয় ভরতে ভরতে বললো, "চাঁদনি রাতকো য়ে সব দিওয়ানে হো যাতে হ্যাঁয় ----।"

খানিক দূরে গিয়ে আবার খাঁচা নামিয়ে রাখলো ফুলন। জাল দিয়ে

ঘিরে রাখলো খাঁচার পাশের জায়গাটা।

খানিক পরে মিহি ডাক শোনা গেল "কিঁচ কিঁচ কিঁচ" ---- মধুলিকা যেন শুনলো "এসো, এসো, এসো।"

অন্য দিক থেকে সাড়া এলো, "আসছি, এই যে আসছি ----।"

ও উৎকর্ণ হয়ে রইলো আরও একটা আওয়াজের জন্যে কিন্তু বন্ধ থলির হতভাগ্যগুলোর কাছ থেকে কোনও সতর্কবাণীই ভেসে এলো না।

ব্যানার্জী আরও কাছে সরে এলো, "শরীর খারাপ লাগছে নাকি?"

মধুলিকা মাথা ঝাঁকালো শুধু ----।

ডাকবাংলোর কাছাকাছি এসে দেখে গেটে একটা অচেনা মোটরসাইকেল দাঁড়িয়ে। সব ঘরে আলো। সান্যাল বেরুবার পোশাক পরে ইউনিফর্ম পরা মেসেঞ্জারের সঙ্গে কথা বলছে। মধুলিকা বুঝলো মোটরসাইকেলে এ লোকটাই এসেছে।

সান্যাল ওকে দেখে বললো, "আমায় এক্ষুণি যেতে হবে। আর একটা প্লেন ক্র্যাশ করেছে আজ। জরুরী মিটিং ডেকেছে ডিরেক্টর। তুমি ওদের সঙ্গে পরশু যেও।"

মধুলিকা স্বামীর কাছে এসে দাঁড়ালো।

চাপা গলায় বললো, "আমিও তোমার সঙ্গে যাবো।"

সান্যাল বললো, "তা কেমন করে হবে? আমরা চারজনে এসেছি একটা গাড়িতে। আমি এর সঙ্গে মোটরসাইকেলে চলে যাচ্ছি। তোমরা একসঙ্গে গাড়িতে এসো।"

মধুলিকা মিনতি ভরা কণ্ঠে বললো, "রনি, প্লীজ্ ---- " ওর দু'চোখে কান্নার ইঙ্গিত।

সান্যাল দ্বিধাজড়ানো গলায় বললো, "কিন্তু ডাক্তার যে মিসেস ব্যানার্জীকে চেঞ্জে আসতে বলেছিল, অন্ততঃ দুটো দিনও চেঞ্জ হত ওঁর পক্ষে ----।"

"না, আমরা আজই দিল্লী ফিরে যাবো ---- " সান্ত্বনা সতেজ গলায় বললো।

সবাইকে অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাতে দেখে ও আবার বললো,

"হ্যাঁ, আমরা সবাই একসঙ্গে ফিরে যাবো। এখুনি।"

ব্যানার্জী কিছু বলতে যাচ্ছিল।

সান্ত্বনা তাকে থামিয়ে বলে চললো, "মিসেস সান্যাল যেতে চাইছেন। মোটর- সাইকেলে তিনজনে কি করে যাবে? তা ছাড়া আমারও ভাল লাগছে না এখানে।"

তাড়াহুড়ো করে জিনিসপত্র গাড়িতে তোলা হল। ক'ঘন্টা আগে যে পথ দিয়ে এসেছিল সেই পথেই আবার ফিরে চললো ওরা। বড় ঝুড়িটার মধ্যে থেকে একটা আওয়াজ এলো।

সান্যাল জিজ্ঞেস করলো, "কি আছে ঝুড়িতে?"

সান্ত্বনা কুন্ঠিতভাবে বললো, "বটের। কাল দুপুরে আমাদের বাড়িতে খাবেন আপনারা। বটেরের মাংসের রোস্ট আর নান।"

ব্যানার্জী এতক্ষণ চুপচাপ গাড়ি চালাচ্ছিল। এখনও নির্বাক রইলো সামনের পীচঢালা রাস্তার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে। সান্যাল চুরুট ধরিয়ে একমনে ফাইলের পাতা ওলটাতে লাগলো। সান্ত্বনার সন্ধানী চোখের দৃষ্টি ব্যানার্জীর ঘাড়ের কাছে নিশ্চল হয়ে থেমে আছে ----। অন্যমনস্কভাবে হঠাৎ শিউরে উঠলো মধুলিকা। শাড়ির আঁচলটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে সিটের একপ্রান্তে সরে বসলো সে।